বেপজা পাবলিক স্কুল ও কলেজ চট্টগ্রাম

২০১৯-২০ সেশনের শিক্ষার্থীদের জন্য

বিষয় ঃ-পৌরনীতি ও সুশাসন ১ম পত্র

৯ম অধ্যায় ঃ- জনসেবা ও আমলাতন্ত্র

মডেল প্রশ্ন-০১

জনাব 'ক' বি.সি.এস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে প্রশাসনিক পদে যোগদান করেন। তিনি সর্বদা নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব পালন করেন। তাঁর উর্ধ্বতন কর্মকর্তার নির্দেশ অনুযায়ী সকল কার্যক্রম পরিচালনা করেন। কাজের ক্ষেত্রে তিনি সর্বদা সুনির্দিষ্ট নিয়মকানুন অনুসরণ করেন। ফলে এক সময় তার পদোন্নতি ঘটে।

ক) ব্যুরো (Bureau) শব্দের অর্থ কি? ১

খ) পদসোপান নীতি বলতে কী বোঝায়? ২

গ) উদ্দীপকে 'ক' এর যোগদানকৃত সংগঠনকে কি বলা হয়? তার বৈশিষ্ট্যগুলো লেখ। ৩

ঘ)"ক" এর মত কর্মকর্তারা দেশের উন্নয়নের ধঅরক ও বাহক। তুমি কি একমত? হ্যাঁ হলে এর যৌক্তিক ব্যখ্যা দাও। ৪

১নং প্রঃ উঃ (ক)

লেখার টেবিল (Desk)।

১নং প্রঃ উঃ (খ)

আমলাতন্ত্রের একটি বিশেষ দিক হলো পদসোপান। পদসোপান বলতে পদের গুরুত্ব ও মর্যাদা অনুসারে পর্যায়ক্রমে শ্রেণিবিন্যাস বোঝায়।

পদসোপনে নীতি অনুযায়ী এতে এমনভাবে পদের বিন্যাস করা হয় যাতে নিম্নতর পদ কোন উচ্চতর পদ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। বিভিন্ন পদের মধ্যে কর্তৃত্বগত সম্পর্ক থাকে। উধ্বতন কর্মকর্তার আদেশ নির্দেশ নিম্নতর কর্মকর্তা অক্ষরে অক্ষরে পালন করে থাকেন। যেমন, সহকারী সচিব তার উচ্চপদস্থ সচিব দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়।

১নং প্রঃ উঃ (গ)

উদ্দীপকে 'ক' এর যোগদানকৃত সংগঠনকে বলা হয় আমলাতন্ত্র।

আমলাতন্ত্র হলো, স্থায়ী বেতনভুক্ত দক্ষ ও পেশাদার কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সংগঠন। যারা সরকারের সিদ্ধান্ত ও নীতি বাস্তবায়ন করে থাকে।
এ পর্যায়ে বই থেকে সংক্ষেপে বৈশিষ্ট্যগুলো লিখবে।

১নং প্রঃ উঃ (ঘ)

আমলাতন্ত্রকে আধুনিক রাজনৈতিক ব্যবস্থার অপরিহার্য অঙ্গ বলা হয়। আমলা ছাড়া কোন দেশেই সরকার পরিচালনা করা সম্ভব নয়। তাই বলা হয়ে থেকে আমলারা দেশের উন্নয়নের ধারক ও বাহক। কেননা তাদের ভালো কাজের ওপরই একটি দেশের সামগ্রিক উন্নয়ন নির্ভর করে।

সাধারণত সরকারে বিভিন্ন বিষয়ে নীতি ও সিদ্ধান্ত গ্রহন করেন মন্ত্রী ও রাজনৈতিক প্রশাসকগণ। আর এসব নীতি বাস্তবায়ন করেন আমলারা। মন্ত্রীদের সময়ের অভাব ও অনেক সময় বিশেষজ্ঞ জ্ঞানের অভাবের ফলে আমলারা তাদের ওপর প্রভাব বিস্তার করতে পারেন। এক্ষেত্রে সরকারের যাবতীয় উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডের পরিকল্পনা, সম্ভাব্যতা যাচাই, বাজেট কর্মকান্ডের পরিকল্পনা, সম্ভাব্যতা যাচাই, বাজেট প্রণয়ন, কাজের তদারকি ও বাস্তবায়ন আমলাদের মাধ্যমেই হয়ে থাকে। দেশের উন্নয়ন কর্মকান্ডের সূচনা ও বাস্তাবায়নের মূল দায়িত্ব আমলাদের ওপর। আমলাদের দক্ষতা যোগ্যতা, কর্মক্ষমতা, সততা ও একনিষ্ঠতা যত বেশি থাকবে সাফল্য ও ততবেশি তরান্বিত করতে পারে। যা আমরা 'ক' এর মধ্যে দেখতে পাই।

তবে আমলাদের অতি আনুষ্ঠানিকতা, লালফিতার দৌরাত্ম, স্বজনপ্রীতি, দুর্নীতি, অপেশারি আচরণ অনেক ক্ষেত্রে দেশের উন্নয়নকে ব্যবহৃত করে।

বেপজা পাবলিক স্কুল ও কলেজ চট্টগ্রাম

২০১৯-২০ সেশনের শিক্ষার্থীদের জন্য

বিষয় ঃ-পৌরনীতি ও সুশাসন ১ম পত্র

৯ম অধ্যায় ঃ- জনসেবা ও আমলাতন্ত্র

মডেল প্রশ্ন-০২

সরকারের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে একটি সংগঠন কাজ করে। ঐ সংগঠনের সদস্যরা জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত নন। বরং প্রতিযোগীতামূলক পরীক্ষার মাধ্যমে যোগ্যতার ভিত্তিতে নিয়োগ পান তারা অত্যন্ত দক্ষ ও মেধাবী। তারা নির্দিষ্ট মেয়াদে স্থায়ীভাবে দায়িত্ব পালন করেন।

ক) সরকারের নীতি নির্ধারণের মুখ্য ভূমিকা পালন করেন কারা? ১

খ) লাল ফিতার দৌরাত্ম্য কি? ব্যাখ্যা কর। ২

গ) উদ্দীপকে যে সংগঠনের কথা বলা হয়েছে তার কার্যাবলী ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ) রাষ্ট্রে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় উক্ত সংগঠনের ভূমিকা ও গুরুত্ব বিশ্লেষণ কর। ৪

২নং প্রঃ উঃ (ক)

আমলারা

২নং প্রঃ উঃ (খ)

সরকারী কর্মচারীদের কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে পূর্বের নজিরকে অন্ধভাবে অনুসরণ করে অতি আনুষ্ঠানিকতা পালনকে লালফিতার দৌরাত্ম্য বলা হয়।

আমলাতন্ত্রের এক বড় ত্রুটি হলো লালফিতার দৌরাত্ম। এর ফলে প্রশাসনিক কাজে দীর্ঘসূত্রতা দেখা দেয়। লালফিতা প্রত্যয়টি সপ্তদশ শতাব্দীতে ইংল্যান্ডে প্রচলিত হয়। সে সময় সরকারী ফাইলপত্র লাল রঙের ফিতায় বাধা হতো। এখান থেকেই আমলাতন্ত্রের আনুষ্ঠানিকতা নিয়মকানুনের কড়াকড়ি ও বাড়াবাড়ি বোঝাতে লাল ফিতার দৌরাত্ম কথাটির ব্যবহার শুরু হয় মন্দ অর্থে।

২ন প্রঃ উঃ (গ)

উদ্দীপকে সংগঠনটি হলো আমলাদের সংগঠন। যাদের এক কথায় বলা যায় সরকারের বেতনভুক্ত স্থায়ী, দক্ষ, অভিজ্ঞ কর্মচারীদের সংগঠন। যাকে বলা হয় আমলাতন্ত্র।
(এ পর্যায়ে আমলাতন্ত্রের কার্যাবলী সংক্ষেপে লিখবে বই থেকে)

২নং প্রঃ উঃ (ঘ)

আমলাতন্ত্র আধুনিক রাজনৈতিক ব্যবস্থার একটি অপরিহার্য অঙ্গ। আমলা বা সিভিল সার্ভেন্ট ছাড়া কোন দেশের পক্ষেই সরকার পরিচালনা করা সম্ভব নয়। সরকারের সিদ্ধান্ত ও নীতি বাস্তবায়নের গুরু দায়িত্ব আমলাদের ও অর্পিত। ফলে রাষ্ট্রে সুশাসন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে আমলাতন্ত্রের ভূমিকা ও গুরুত্ব অনস্বীকার্য।

আমালা প্রশাসন একটি রাজনীতি নিরপেক্ষ সংগঠন, ফলে সরকারের উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডকে দক্ষতা ও অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে বাস্তবায়ন হলো তাদের কাজ। রাজনৈতিক প্রশাসকগণ কর্মব্যবস্ততা ও অভিজ্ঞতার অভাবে অনেক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে আমলাদের ওপর নির্ভরশীল। এক্ষেত্রে আমলারা যদি জনগণের কল্যাণ হবে এমন বিষয় গুলো রাজনৈতিক প্রশাসকদের কাছে তুলে ধরেন তখন তারা সেটি অনেক সময় গ্রহণ করে থাকেন আমলারা যেহেতু অভিজ্ঞ ও স্থায়ী তাই জনগণের চাহিদা বা চাওয়া পাওয়া বিয়ষটি তাদের জানা থাকে। এক্ষেত্রে আমলারা যদি সৎ ও নিরপেক্ষতা নিয়ে জন কল্যাণমুখী প্রশাসন গড়ে তুলতে চায় তবে সুশাসন প্রতিষ্ঠা অনেকখানী সহজতর হয়। যদি ও যা আমলাতন্ত্র সম্পর্কে সাধারণ জনগণের মনে কিরূপ ধারণা রয়েছে। কারণ তারা জনগণের সেবক হিসেবে নিয়োগপ্রাপ্ত হলে ও বেশির ভাগ ক্ষেত্রে তারা প্রভুর ভূমিকায়স্থ অবতীর্ণ হয়। এ ধরনের আমলাতন্ত্র কখনো সুশাসন প্রতিষ্ঠা করতে পারে না। বস্তুত, সুশাসন প্রতিষ্ঠা করতে হলে প্রশাসন পরিচালনায় জবাবদিহিতার ব্যবস্থা করতে হবে। সরকারের রাজনৈতিক প্রশাসন আইনসভার নিকট জবাবদিহি করবে আর আমলারা জন প্রতিনিধিদের নিকট জবাবদিহি করবে। শুধু তাই নয় আমলারা তাদের উর্ধ্বতন আমলা ও প্রশাসকদের নিকট ও জবাবদিহি করবে।

তাই আমরা বলতে পারি সরকারের গুরুত্বপূর্ণ সংগঠন হিসেবে আমলাতন্ত্র সুশাসন প্রতিষ্ঠায় মূখ্য না হলে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

বেপজা পাবলিক স্কুল ও কলেজ চট্টগ্রাম

২০১৯-২০ সেশনের শিক্ষার্থীদের জন্য

বিষয় ঃ-পৌরনীতি ও সুশাসন ১ম পত্র

১০ম অধ্যায় ঃ- দেশপ্রেম ও জাতীয়তা

মডেল প্রশ্ন-০৩

তমা বাংলাদেলেশর নাগরিক। সে জানে ৫২ সালে ভাষা আন্দোলনের মাধ্যমে বাঙালির ঐক্যবন্ধতার সূত্রপাত, ভাষার দাবি প্রতিষ্ঠিত করার জন্য তার পূর্ব সূরিরা রক্ত দিয়েছে। ভাষা আন্দোলনের চেতনাই ছিল স্বাধীনতার মূলমন্ত্র।

ক) বাংলাদেশ কি ধরনের রাষ্ট্র? ১
খ) জাতীয়তা বলতে কী বোঝায়? ২
গ) উদ্দীপক জাতি গঠনের কোন উপাদানটি ভূমিকা রেখেছে বলে তোমার মনে হয়? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ) ভাষা আন্দোলনের চেতনাই বাঙালির স্বাধীনতার মূলমন্ত্র উদ্দীপকের কথাটির তাৎপর্য বিশ্লেষণ কর। ৪

৩নং প্রঃ উঃ (ক)

বাংলাদেশ একটি জাতি রাষ্ট্র।

৩নং প্রঃ উঃ (খ)

কোন জনসমাজের মধ্যে যখন রাজনৈতিক চেতনার সঞ্চার হয়, তখন তাকে জাতীয়তা বলে। এ জন্য জাতীয়তাকে বলা হয়, রাজনৈতিক চেতনাসম্পন্ন জনসমাজ।

ফরাসি লেখক রেনাঁ বলেন, "জাতীয়তা একটি মানসিক সত্তা এবং এক প্রকার সজীব মানসিকতা"

অধ্যাপক জিম্মার্ন এর মতে, কোন জনসমাজের মধ্যে ঐক্যের অনুভূতি দেখা দিলেই তা জাতীয়তায় পরিণত হয়।

সুতরাং জাতীয়তা হচ্ছে এক ধরনের আধ্যাত্ম চেতনা ও মানসিক ধারণা।

৩নং প্রঃ উঃ (গ)

উদ্দীপকে জাতি গঠনের যে উপাদানটি ভূমিকা রেখেছে সেটি হলো ভাষা।

- জাতি গঠনের অন্যতম উপাদান হিসেবে ভাষাকে অভিহিত করা হয়। অর্থাৎ নির্দিষ্ট ভূমনে বসবাসকারী জনসমাজের অধিকাংশ লোকের ভাষা যখন একই হয় তখন তাদের মধ্যে এক সহজা ঐক্য বোধ তথা জাতীয়তাবোধের উন্মেষ ঘটে।
- (এ পর্যায়ে বই থেকে জাতীয়তার ভাষাগত ঐক্য উপাদানটি লিখবে।)

৩নং প্রঃ উঃ (ঘ)

জার্মান দার্শনিক ফিকটের মতে, জাতীয় ঐক্য সৃষ্টির অন্যতম উপাদান হলো ভাষা সাহিত্য ও সংস্কৃতি। কেননা ভাষা ও সাহিত্যের বন্ধনে আবদ্ধ মানুষের মধ্যে একই জাতীয়তাবোধের উন্মেষ ঘটে। তাইতো ১৯৫২ সালে বাঙালি বুকের তাজা রক্ত দিয়ে ভাষার দাবি প্রতিষ্ঠিত করেছিল। আর এই রক্তদানই বাঙালিকে দৃঢ় ও ঐক্যের মন্ত্রে উদ্ধুদ্ধ করেছিল। আর সেই ঐক্যই বাঙালি জাতীয়তাবাদকে উজ্জীবিত করেছিল। যা পরবর্তী কালে বাঙালির সফল আন্দোলনের প্রেরণা যুগিয়েছিল।

কোন জনসমাজের মধ্যে যখন রাজনৈতিক চেতনার সঞ্চার হয় তখন তাকে বলে জাতীয়তা ভাষা আন্দোলন শুধু ভাষা বা সাংস্কৃতিক আন্দোলনই ছিল না। অচিরেই তা রাজনৈতিক আন্দোলনে রূপান্তরিত হয়। ভাষা আন্দোলনের মধ্যে দিয়েই বাঙালি সর্বপ্রথম নিজেদের স্বতন্ত্রসত্তা স্বতন্ত্র অধিকার সম্পর্কে সচেতন হয়ে ওঠে। তাই বলা যায় ভাষা আন্দোলনের ফলে যে জাতীয়তাবাদী চেতনা বিকশিত হয় সেই চেতনারই ফসল স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ।

বেপজা পাবলিক স্কুল ও কলেজ চট্টগ্রাম

২০১৯-২০ সেশনের শিক্ষার্থীদের জন্য

বিষয় ঃ-পৌরনীতি ও সুশাসন ১ম পত্র

১০ম অধ্যায় ঃ- দেশপ্রেম ও জাতীয়তা

মডেল প্রশ্ন-০৪

"A" এতটি বৃহৎ রাষ্ট্র। উক্ত রাষ্ট্র বিভিন্ন ধর্ম, বর্ণ ও ভাষার লোক বসবাস করে। রাষ্ট্রটিতে অনেকগুলো দ্বীপ রয়েছে যাদের অবস্থান মূল ভূখন্ড থেকে অনেক দূর দূরে। তারপর ও সেই রাষ্ট্রের জনগণের মধ্যে জাতীয় সংহতির কোন সংকট নেই। তারা নিজেদেরকে এক জাতি বলে মনে করে।

ক) Natus এর শব্দের অর্থ কী? ১

খ) জাতি ও জাতীয়তার পার্থক্য দেখাও। ২

গ) উদ্দীপকে উল্লিখিত রাষ্ট্রের জনগণের মধ্যে জাতীয়তা গঠনের কোন উপাদানটির পরিলক্ষিত হয়? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ) উদ্দীপকের "A" রাষ্ট্রের জনগণের মধ্যে গড়ে ওঠা উপাদানটি জাতীয়তা গঠনের মূল উপাদান- এ বক্তব্যের সাথে তুমি কি একমত? ব্যাখ্যা কর। ৪

৪নং প্রঃ উঃ (ক)

Natus শব্দের অর্থ হলো born অর্থাৎ জন্ম।

৪নং প্রঃ উঃ (খ)

রাজনৈতিক ভাবে সংগঠিত সমাজকেই জাতি বলে।

অপরপক্ষে কোন জনসমাজের মধ্যে যখন রাজনৈতিক চেতনার সঞ্চার হয় তখন তাকে জাতীয়তা বলে।

জাতি	জাতীয়তা
১) একটি সক্রিয় রাজনৈতিক চেতনা	১) এক ধরনের মানসিক ধারণা
২) রাজনৈতিক সংগঠন বর্তমান।	২) অভিন্ন ভাষা, সংস্কৃতি, ইতিহাস, ঐতিহ্য ও ঐক্যানুভূতি।
৩) সংসংহত ও স্বাধীন বাস্বাধী	৩) অনেক চেতনার প্রাথমিক অবস্থা।
৪) জাতি গঠনের পূর্ব শর্ত জাতীয়াবোধ।	৪) রাজনৈতিক সংগঠন অনুপস্থিত ও জরুরী নয়।
৫) সংগঠিত আদর্শ ও পরিণতরূপ।	৫) বোধের সমন্বয়, প্রাথমিক অবস্থা।

৪নং প্রঃ উঃ (গ)

উদ্দীপকে উল্লিখিত রাষ্ট্রের জনগণের মধ্যে জাতীয়তা গঠনের মানসিক ও ভাবগত উপাদানটি পরিলক্ষিত হয় ।ফরাসি লেখক, রেনাঁ বলেন, "জাতীয়তার ধারণা মূলত ভাবগত"।

আবার অধ্যাপক লস্কি বলেন "জাতীয়তার ধারণা একপ্রকার মানসিক ধারণা"।

যদি ও বা জাতীয়তা গড়ে ওঠার ক্ষেত্রে কোন একক উপাদানকে অপরিহার্য বলা যায় না। তবে জাতীয়তা গঠনের মূলচাবিকাঠি হিসেবে কাজ করে থাকে মানসিক ঐক্য। উদ্দীপকে দেখা যাচ্ছে বিভিন্ন ধর্ম, বর্ণ, ভাষা ও ভৌগলিক দূরত্ব থাকসত্ত্বে ও “A” দেমে জাতীয় সংহতির কোন অভাব পরিলক্ষিত হয়নি। এর মূলে রয়েছে তাদের ঐক্যবদ্ধ ও মানসিক ও ভাবগত মিল।

৪নং প্রঃ উঃ (ঘ)

(প্রথমে জাতীয়তা কাকে বলে লিখবে বই থেকে)

- মানসিক ও ভাবগত ঐক্য জাতীয়তার এই উপাদানটি ব্যাখ্যাসহ লিখবে বই থেকে।
  সর্বশেষে লিখবে।
  জাতীয়তা হচ্ছে এক ধরনের অধ্যানচেতনা ও মানসিক ধারণা, একই ভাষা, ধর্ম, বংশ, সাহিত্য সংস্কৃতি ও ভৌগলিক সান্নিধ্যের মত উপাদান থাকা সত্ত্বেও যদি জনসমাজ মানসিকভাবে নিজেদের এক বা ঐক্যবদ্ধ না ভাবতে পারে তবে কখনো জাতীয়তা গড়ে ওঠতে পারে না। যার উজ্জল দৃষান্ত হলো আরব রাষ্ট্র গুলো।
- তাই নির্দ্বিধায় বলা যায় জাতীয়তা গঠনের প্রধান ও মূখ্য উপাদান হচ্ছে মানসিক ও ভাবগত ঐক্য।

বেপজা পাবলিক স্কুল ও কলেজ চট্টগ্রাম

২০১৯-২০ সেশনের শিক্ষার্থীদের জন্য

বিষয় ঃ-পৌরনীতি ও সুশাসন ১ম পত্র

৭ম অধ্যায় ঃ- সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান

মডেল প্রশ্ন-০৫

জনাব হুমায়ন একজন সাবেক উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মকর্তা। প্রায় ২৫ বছরের মতো সময়কাল তিনি প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োজিত ছিলেন। সম্প্রতি তিনি দেশের একটি সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানে নিয়োগ লাভ করেছেন। এ প্রতিষ্ঠান অত্যন্ত নিরপেক্ষভাবে প্রতিযোগীতামূলক পরীক্ষার মাধ্যমে প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োগের জন্য প্রার্থী বাছাই করে।

ক) সরকারের প্রধান আইন কর্মকর্তাকে কী বলা হয়? ১

খ) এটর্নি জেনারেলের কার্যাবলী ব্যাখ্যা কর। ২

গ) জনাব হুমায়ন যে প্রতিষ্ঠানের নিয়োগ লাভ করেছেন সেই প্রতিষ্ঠানের কার্যাবলী ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ) প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োগের জন্য প্রার্থী বাছাইয়ের ক্ষেত্রে উক্ত প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা মূল্যায়ন কর। ৪

৫নং প্রঃ উঃ (ক)

সরকারের প্রধান আইন কর্মকর্তা হলেন এটর্নি জেনারেল।

৫নং প্রঃ উঃ (খ)

বাংলাদেশ সরকারের প্রধান আইন বিষয়ক কর্মকর্তা হলেন এটর্নি জেনারেল। যিনি রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিয়োগ প্রাপ্ত হন।

এটর্নি জেনারেল রাষ্ট্রপতি কর্তৃক প্রদত্ত সকল দায়িত্ব পালন করেন। তিনি আদালত সরকারের প্রতিনিধিত্ব করেন। বাংলাদেশে সর্বোচ্চ আদালত থেকে শুরু করে সকল আদালতে সরকারের প্রতিনিধি হিসেবে বক্তব্য পেশ করতে পারেন। প্রজাতন্ত্রের পক্ষে আইনের জটিল প্রশ্নে মত প্রকাশ করতে পারেন। অর্থাৎ তিনি দায়িত্ব পালন করে থাকেন।

৫নং প্রঃ উঃ (গ)

উদ্দীপকের হুমায়ন সাহেবের নিয়োগ পাওয়া প্রতিষ্ঠানটি হলো বাংলাদেশ সরকারি কর্মকমিশন।

বাংলাদেশের সংবিধানের আওতায় যে কয়টি প্রতিষ্ঠান রয়েছে তার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো পিএসসি (PSC) বা বাংলাদেশ সরকারি কর্মকমিশন।

(এপর্যায়ে সরকারি কর্মকমিশনের কার্যাবলী লিখতে হবে। বই থেকে লেখবে।)

৫নং প্রঃ উঃ (ঘ)

আধুনিক রাষ্ট্র জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্র। ফলে রাষ্ট্রকে অর্থাৎ সরকারকে বহুবিধ কার্যসম্প্রাদন করতে হয়। এসব কার্য সরকারি কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা সম্পদান করে থাকে। এদের মেধা ও যোগ্যতার উপরেই সুষ্ঠু প্রশাসন ব্যবস্থা অনেকাংশে নির্ভরশীল। তাই বলা যায় প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োগের ক্ষেত্রে সরকারি কর্মকমিশনের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

যদি আমরা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের দিকে তাকাই তাহলেও দেখতে পাবো এ ধরনের কমিশনের মাধ্যমেই সরকারি কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ প্রদান হয়ে থাকে।

বাংলাদেশ কর্মকমিশন একটি স্বাধীন সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান যা সরকারের কর্মী নিয়োগ ব্যবস্থার সার্বিক দায়িত্ব পালন করে থাকে।

(এ পর্যায়ে কর্মকমিশনের কার্যাবলী সংক্ষেপে বই থেকে লিখতে হবে।)

এই কমিশন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার মাধ্যমে সত্যিকার অর্থে মেধাবী ও যোগ্য প্রার্থীদের ।

বেপজা পাবলিক স্কুল ও কলেজ
শিক্ষাই আলো
অ
স্থাপিত: ১৯৯৯
চট্টগ্রাম ইপিজেড